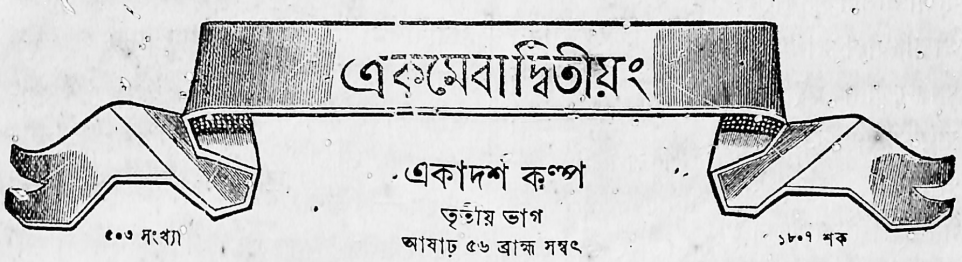

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

৫০৩ সংখ্যা | আষাঢ় ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ | ১৮০৭ শক

# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

---

## অতিথি।

মরমে মরমে মেঘে বহে জল
মেঘ তা ভাবিয়া আনে না,
প্রাণে প্রাণে পূরে রয়েছে মরুত
সে সম্বাদ সে তো জানে না।

শত রশ্মি রবি না পাইত যদি
সে কি তা ভাবিয়া আনিত
বিদ্যুতাগ্নি নাহি বহিলে মরমে
বিজলি কি নিজে চকিত?

কেন নদীপূরে সলিলে সাগর
নদীরে যোগায় কেইবা,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে ফল
কালে কালে আনে কেইবা।

যার যা রয়েছে সে তাহা পেয়েছে
'যাহার যা পাইবে, রীতি,
আপন ভাবনা ভাবে না তো কেউ
জগতে ইহারা অতিথি।

কেন গো ইহারা আপন ভাবনা
ভুলিয়াও আছে আরামে
এ তত্ত্ব নিগূঢ় কহিলে স্মরণ
আনন্দ উথলে মরমে।

অজ আত্মযোনি অদ্বিতীয় এক
ভাবেন বিশ্বের ভাবনা,
অকাম আপনি পরের লাগিয়া
রাখেন মঙ্গল কামনা।

ঘুম পাড়াইয়া সকলেরে যিনি
আপনি থাকেন জাগিয়া
খেতে দিয়ে মুখে রসনায় দেন
মধুর আস্বাদ আনিয়া।

তাঁরি প্রেম সুধা হয়ে বিকসিত
যার যা অভাব পূরিছে,
তাঁরি গূঢ় প্রেমে মগন সবাই
আপন ভাবনা ভুলিছে।

---

## আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরমাত্মার সহিত আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধেই আমরা অবিনশ্বর

আত্মা বলিয়া আমাদের পরিচয় দিতে পারি। আত্মা, যাহা আমাদের, তাহা পরমাত্মা ছাড়া আর কোথা হইতেও আসিতে পারে না। বহির্বিষয়-হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আসিতে পারে; আর আমাদের মন যখন সমষ্টিরূপে তাহাদেরই অধীনতা স্বীকার করে তখন আমরা বহির্বিষয়েরই দল-ভুক্ত হইয়া যাই—তখন আর আত্মা বলিয়া আমাদের পরিচয় দিতে পারি না। যখন আমরা পরমাত্মার অধীনতা স্বীকার করি তখনই আমরা প্রকৃত রূপে আত্মা হই,—সেই আত্মা—যাহার উপরে কালের কোন হস্ত নাই—মৃত্যুর কোন হস্ত নাই। কোন নৈয়ায়িক যদি হঠাৎ শুনেন যে, পরমাত্মার অধীনতাই আত্মার স্বাধীনতা, তবে তিনি হয় ত বলিবেন যে ও কথাটি অতি অসঙ্গত,—পরের অধীনতা কেমন করিয়া আপনার অধীনতা হইবে—স্বাধীনতা হইবে! তিনি জানেন না যে, পরমাত্মা আমাদের পর নহেন,—বরং আমরা আপনারা অনেক সময়ে আমাদের পর হই,—যখন বহির্বিষয়ের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে আমরা আত্ম-সমর্পণ করি—তাহারই ক্রীত দাস হই—তখন আর আমরা আপনার থাকি না, তখন আমরা নিতান্তই আপনার পর হইয়া দাঁড়াই—তখন আমাদের স্বাধীনতা কৃত্রিম স্বাধীনতা—সে স্বাধীনতা ছদ্ম-বেশী পরাধীনতা—তাহাকে বলে স্বেচ্ছাচারিতা। প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা ছদ্ম-বেশী কপট বন্ধুকে যেমন অধিক ভয় করা উচিত, সেইরূপ প্রকাশ্য পরাধীনতা অপেক্ষা ছদ্মবেশী কৃত্রিম স্বাধীনতাকে অধিক ভয় করা উচিত। ঈশ্বরের অধীনতা কেবল নামেই পরাধীনতা—কাজে স্বাধীনতা। ভক্তিভাজন পিতার অধীনতা কি পুত্রের স্বাধীনতা নহে,—প্রিয়তম স্বামীর অধীনতা কি স্ত্রীর স্বাধীনতা নহে—কে বলে যে, তাহা পরাধীনতা? ভক্তি-ভাজন পিতা কি পুত্রের পর, প্রিয়তম স্বামী কি পত্নীর পর;—তবে আর তাহা পরাধীনতা কি প্রকারে? অন্তরতম পরমাত্মা কি আত্মার পরম প্রেমাস্পদ নহেন,—"তিনি পর" এ কথা কি মুখে আনিবার যোগ্য! অতএব ইহা ধ্রুব সত্য যে, পরমাত্মার অধীনতাই আত্মার স্বাধীনতা। বহির্বিষয় আমাদের মঙ্গল কার্য্যে বাধা প্রদান করে—পরমাত্মা আমাদের মঙ্গল-কার্য্যের সহায়তা প্রদান করেন,—কে আমাদের পর—বহির্বিষয় না পরমাত্মা? বহির্বিষয় আমাদের চক্ষে প্রলোভনের ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে—পরমাত্মা আমাদের জ্ঞাননেত্র ফুটাইয়া দেন,—কে আমাদের পর—বহির্বিষয় না পরমাত্মা? বহির্বিষয় আমাদের হস্ত-পদ বন্ধন করে—পরমাত্মা আমাদিগকে মুক্তি দেন,—কে আমাদের পর—বহির্বিষয় না পরমাত্মা? কেহ বলিতে পারেন যে, "বহির্বিষয় যদি এতই আমাদের পর—এতই অনিষ্ট-জনক, তবে তাহা না থাকিলেই তো ভাল হইত?" এ কথা কোন কাজের কথা নহে। বহির্বিষয়ের যদি কোন প্রয়োজনই না থাকিত—তবে ঈশ্বরের মঙ্গল-রাজ্যে কখনই তাহা স্থান পাইতে পারিত না। বহির্বিষয়ের প্রয়োজন এই যে, আমরা তাহাকে আত্মার বশে আনয়ন করিয়া আত্মার বল-বীর্য্য সাধন করিব,—এ নহে যে, আমরা তাহার অধীনতায় মস্তক পাতিয়া দিব। বহির্বিষয়কে যত আমরা আত্মার অধীন করিতে পারিব, পরমাত্মা-হইতে ততই আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইব, আর, যত আমরা আত্মাকে পরমাত্মার অধীন করিতে পারিব, ততই আমরা বহির্বিষয়কে আত্মার বশীভূত করিতে পারিব। এ কথাটি ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করা আবশ্যক।

সকল আত্মাই পরমাত্মা হইতে স্বাধী-

নতা প্রাপ্ত হইতেছে,—সেই স্বাধীনতাকে যিনি যত কার্য্যে খাটাইয়া ফল ফলা'ন, তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে তত অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য;—ঈশ্বর যিনি সাক্ষাৎ ন্যায়স্বরূপ তিনি কখন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত ফল লাভে বঞ্চিত করেন না;—যে কেহ তাঁহার প্রদত্ত স্বাধীনতাকে রীতিমত খাটাইয়া বহির্বিষয়কে আত্মার অধীনে আনয়ন করে, তাহারই তিনি স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিয়া দেন,—তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার আত্মাতে স্বাধীনতার সম্বল বৃদ্ধি করিয়া দেন, ও তাহার অলক্ষিত-ভাবে তাহার স্বাধীনতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিয়া দেন।

বহির্বিষয় কেবল যে, বিষয়ী ব্যক্তিরই ভোগে আসে, ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি যে বহির্বিষয়ের ভোগে বঞ্চিত, তাহা নহে,—বরং তাহার বিপরীত। বহির্বিষয়েতেও ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি পরমাত্মার প্রতিরূপ অবলোকন করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন—কিন্তু তাহা প্রতিরূপ-মাত্র। অনুপম পূর্ণ পরমাত্মার কোথাও উপমা নাই। তথাপি, পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে, তখন সেই ক্ষণিক পূর্ণতাতে ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি পরমাত্মার অসীম চিরস্থায়ী পূর্ণতার ছবি অবলোকন করেন; পশু পক্ষীরা যখন পূর্ণ যৌবনে সুখে সঞ্চরণ করে, তখন তাহাতেও তিনি পরমাত্মার অসীম পূর্ণতার আভাস প্রত্যক্ষ করেন,—মনুষ্য-সমাজের তো কথাই নাই! মনুষ্য-সমাজে যখন তিনি কাহাকেও এই বাক্যটির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখিতে পা'ন যে, "তিনি যুবা, তিনি সাধু যুবা, তিনি আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ" তখন তিনি পরমাত্মার পূর্ণতার আবির্ভাব দেখিয়া কত না আনন্দ লাভ করেন। পুষ্প পশু পক্ষী প্রভৃতির যৌবনের পরেই পূর্ণতার অবসান হয়, মনুষ্যের তাহা নহে; মনুষ্যের আত্মা অনন্তকাল পূর্ণতা-লাভের অধিকারী,—যাহা কিছু আকার-বিশিষ্ট তাহার পূর্ণতার অন্ত আছে—আত্মার পূর্ণতার অন্ত নাই। পৃথিবীর রস পুষ্পেতে পূর্ণতার সঞ্চার করে, পৃথিবীর শস্য জীব-শরীরে পূর্ণতার সঞ্চার করে,—সে পূর্ণতা কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়াই আবার সেই পৃথিবীতেই বিলীন হইয়া যায়। মনুষ্যের আত্মাতে স্বয়ং পরমাত্মা পূর্ণতার সঞ্চার করেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম মনুষ্যের আত্মার চিরস্থায়ী সম্বল,—অনন্ত কালের উপজীবিকা। মনুষ্যের আত্মার পূর্ণতা-লাভের অন্ত নাই! মনুষ্য যদি আপনার উচ্চ অধিকার অবগত হইয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করে ও মনুষ্যোচিত আনন্দ উপভোগ করে, তবে পৃথিবী তাহাকে আর ধরা-শায়ী করিতে পারে না,—তবে, জ্যোতির্ম্ময় আত্মা মৃত্তিকার আনন্দে উত্থান করিয়া—পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া—প্রেম-ভক্তি-রসে আর্দ্র হইয়া—সেই নূতন জীবন প্রাপ্ত হ'ন—যাহা মৃত্যুর পরপারে অবস্থিতি করে।

হে পরমাত্মন্! আমরা সংসার অন্ধকারে অসহায় হইয়া পড়িয়া আছি তুমি আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও—আমরা অসত্যের মোহজালে জড়িত হইয়া পড়িয়া আছি তুমি আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও; আমরা মৃত্যুর রাজ্যের অভ্যন্তরে বাস করিতেছি তুমি আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও! তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের জীবন জীবন্ত মৃত্যু,—তোমার প্রেমময় সান্নিধ্যই আমাদের জীবন! আমাদিগকে সংসার-সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর—তোমার মুখ-জ্যোতি আমাদের অন্তশ্চক্ষে অনাবৃত কর। আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা তোমার পূর্ণতা ধারণ করিতে অসমর্থ কিন্তু তোমার অবলম্বন না পাইলে আমাদের গতি নাই; তুমি আমা-

দিগকে আশ্রয় না দিলে আর কে আমাদিগকে আশ্রয় দিবে—কে আমাদের এমন আপনার যে, আমাদের আত্মার অভাব মোচন করিবে; তোমার এক বিন্দু মুখজ্যোতি আমাদের আত্মাতে নিপতিত হইলে আমাদের রোগ শোক জরা-ব্যাধি ভয় বিপত্তি সমস্তই চলিয়া যাইবে তুমি আমাদের ক্ষুধিত আত্মাকে আশ্রয় দান কর—এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

---

## সোণার সোহাগা।

সমাজ-সংস্কারকদিগের, এই একটি সহজ সত্যের প্রতি, সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, সভ্য সমাজ মাত্রই ভাল মন্দে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য সমাজ নাই যাহার ষোলো আনাই মন্দ কিম্বা যাহার ষোলো আনাই ভাল। কোন সভ্য মনুষ্যেরই এমন কোন দায় পড়িতে পারে না যে, তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও আর-এক জাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককালে ইংলণ্ডে নর্ম্মান্ জাতির কত বড় প্রতাপ ছিল! নর্ম্মানেরা মনে করিত তাহাদের আপনাদের রীতি-নীতি ষোলো আনাই ভাল ও সাক্সন্ রীতি-নীতি ষোল আনাই মন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদান অধিকাংশই সাক্সন্—তাহার উপর কিছু কিছু করিয়া ফরাসিস্ রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রে "পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ" বলিয়া একটা মিশ্রণ-পদ্ধতি আছে;—যে কোন ভূত হউক্ না কেন (যেমন জল কিম্বা বায়ু) তাহার নিজের আট আনা ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের দুই আনা দুই আনা করিয়া চারি-দুগুণে আট আনা—এই দুই আট আনার সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা পঞ্চীকৃত ভূত বলিয়া উক্ত হয় (যেমন পঞ্চীকৃত জল পঞ্চীকৃত বায়ু, ইত্যাদি); তেমনি ইংরাজি সভ্যতাকে বলা যাইতে পারে যে, তাহা পঞ্চীকৃত সাক্সন্ সভ্যতা। ইংরাজি সভ্যতার আট আনা সাক্সন্ এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা লাটিন্, দুই আনা গ্রীক্, দুই আনা ফরাসিস্, ও দুই আনা কেল্ট্। সাক্সন্ মূল উপাদান, ইংরাজি সভ্যতার কেন্দ্র বা পত্তন ভূমিকে এমনি বলপূর্ব্বক কামড়িয়া ধরিয়া আছে যে, তাহাকে রাজবংশের দিক্ দিয়া ফরাসিস্ টানিয়াছে, ধর্ম্মযাজকের দিক্ দিয়া লাটিন্ গ্রীক্ টানিয়াছে, আদিম নিবাসীর দিক্ দিয়া কেল্ট্ টানিয়াছে,—কেহই তাহাকে কেন্দ্র-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। নর্ম্মান্ কঙ্কেস্টের গ্রন্থকার ফ্রীমান্ বলেন;—"ইংলণ্ড-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্মানেরা ব্যাপক রকমের এক বৈদেশিক অনুপান সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা এরূপ যে, কি আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি আমাদের রাজ-নিয়ম, কি আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তবুও তাহা অনুপান বই আর কিছুই নহে; পূর্ব্বতন দৃঢ়তর মূল উপাদানগুলি, তবুও, অব্যাহত-রূপে টেঁকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাক্কা সাম্‌লাইয়া চরমে সেগুলি আবার আপনাদের প্রাধান্য বলবৎ করিল।*" অর্থাৎ সাক্সন্ মূল উপাদান কিয়ৎ-

* The Norman conquest brought with it a most extensive foreign infusion, an infusion which affected our blood, our language, our laws, our arts, still it was only an infusion; the older and stronger elements still survived, and in the long run they again made good their supremacy.

কাল-দমনে থাকিয়া আবার তাহা স্বকীয় মহিমায় প্রাদুর্ভূত হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভ্যতার মূল উপাদান-গুলি অব্যাহত রাখিয়া তাহার সঙ্গে কিছু কিছু করিয়া অপর-জাতীয় সভ্যতা অনুপান-স্বরূপে মিশাইয়াছে; আমরা যদি সেইরূপ পঞ্চীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়,—তাহা হইলে আমাদের স্বজাতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর ইউরোপীয় সভ্যতার রাসায়নিক সার পতিত হইয়া তাহাকে শতগুণ উর্ব্বরা করিয়া তুলে, তাহাতে—সোণায় সোহাগা হয়; নচেৎ, যদি স্বজাতীয় সভ্যতার সমস্তই উড়াইয়া দিয়া অপর-কোন-জাতীয় সভ্যতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই, তবে আমাদের দেশের শস্য-শালিনী উর্ব্বরা ভূমিকে রসাতলে দিয়া তাহার স্থান-টি অন্য দেশের কঠিন মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট্ করিবার জন্য বৃথা আয়াস পাই মাত্র, তাহাতে—হিতে বিপরীত হয়।

এড্ওআর্ড-দি-কন্ফেসর একজন সাক্সন্ রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন ছিল—সম্পূর্ণ ফরাসিস্। ফ্রীমান্ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন; "এড্ওআর্ড, সজ্ঞানেই হউক্ আর অজ্ঞানেই হউক্, নর্ম্মাণদিগের বিজয়ের পথ আরো নিষ্কণ্টক করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বদেশে উচ্চ-পদের বা লাভের যেখানে যে-কিছু প্রাপ্তব্য স্থান সমস্তই বিদেশীয় লোকের দ্বারা ক্রমাগত অধিকৃত হইতে দেখা ইংরাজদের চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া ঐ বিপত্তিটি তিনি ঘটাইয়াছিলেন। নর্ম্মাণদিগের কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-বিজয়ের সূত্রপাত এড্ওআর্ড হইতেই হইয়াছিল।" * এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এডওআর্ড-দি-কন্ফেসর্ ইংলণ্ডের বিভীষণ ছিলেন। নর্ম্মান্-কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-বিজয়ের মূলই ছিলেন তিনি; তাঁহার মন্ত্রী গড্ওয়াইন আর-এক ধাঁচার লোক ছিলেন বলিয়া—তাই-যা' একটু রক্ষা! ফ্রীমান্ বলেন,—"গডওয়াইন্ যে, সমস্ত ইংরাজি ভাবের প্রমাণ-স্থল ছিলেন, তিনি যে, সমস্ত জাতীয় আরম্ভোদ্যমের নেতা ছিলেন, তিনি যে, আপনার অসাধারণ গুণ-গৌরবে অন্ততঃ তাঁহার নিজস্বভূমির প্রজাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা যার পর নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।" * এখানে এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কেবল এইটি দেখানো যে, আমরা, এডওআর্ডের ন্যায় বিদেশের টানে পড়িয়া স্বজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে আমাদের দেশের কোন উপকারেই আসিতে পারিব না,—লাভের মধ্যে তাহার পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়া দিব। গড্ওয়াইনের ন্যায়, স্বজাতীয় সভ্যতার পত্তন-ভূমি দৃঢ়রূপে রক্ষা করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য; তাহার উপরে অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী নানাজাতীয় সভ্যতা মাধুর্য্যের সহিত যথাকালে যথাদেশে যথাপরিমাণে ধীরে-সুস্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা আমাদের দেশে আবির্ভূত হইতে পারে,—তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে সোণায় সোহাগা হয়।

এক ব্যক্তির হৃদয় খুব প্রশস্ত, কিন্তু

* Edward did his best wittingly or unwittingly, to make the path of the Norman still easier. This he did by accustoming Englishmen to the sight of strangers enjoying every available place of honor or profit in the country. * * * * With Edward then Norman conquest really begins."

* That Godwine was the representative of all English feeling, that he was the leader of every national movement, that he was the object of the deepest admiration of the men at least of his own earldom, is proved by the clearest of evidence.

তাঁহার কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই; আর-এক ব্যক্তির হৃদয় অতীব সংকীর্ণ, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার দৌড় অনেক দূর পর্য্যন্ত;—যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা পা'ন, কিম্বা যদি শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির হৃদয় পা'ন, তবেই সোণায় সোহাগা হয়। আমাদের দেশের শক্তি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পদতলে এবং আমাদের দেশের হৃদয় আমাদের স্বজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের পদতলে বাঁধা রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, স্বজাতির স্বজাতিত্ব, অব্যাহত রাখিয়া ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোণায় সোহাগা করিয়া তুলে; কিন্তু যদি আমরা আমাদের দেশের হৃদয়ের মূলোৎপাটন করিয়া ইংরাজ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি, তবে যে শাখায় আমরা উপবিষ্ট আছি সেই শাখা আমরা স্বহস্তে কর্ত্তন করি। আমরা আমাদের মূল আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে যদি বা ঝঞ্ঝা-বায়ুর তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম,—আপনাদের মূল আপনারা উচ্ছেদ করিয়া আমরা তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলি।

এক্ষণকার নব্য মহলে "চাই নূতন—চাই নূতন" "কই নূতন—কই নূতন" "এই নূতন—এই নূতন" বলিয়া এক তুমুল রব উঠিয়াছে,—জানেন না যে, পুরাতনে ঠেস্ না দিলে নূতন এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? ইতিহাসে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূমি সমূলে উন্মূলন করিয়া "নূতন" যখনই ভুস্ করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা টুস্ করিয়া জলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন ও ফরাসিস্ দেশে সাধারণ-তন্ত্রের পতন ঐ কারণেই ঘটিয়াছিল। হৃদয়কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধিকে অতিমাত্র মার্জ্জিত করিতে গেলেই ঐরূপ হিতে বিপরীত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর অনেক ভাল ভাল রত্ন আছে, ফরাসীস্ বিদ্রোহীদিগের মধ্যেও অনেক ভাল ভাল রত্ন ছিল,—কেবল একটি রত্নের অভাব ছিল, সেটি—হৃদয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে, আত্ম-সংযম তপস্যা কঠোরতা প্রভৃতি ধর্ম্মের জন্য যাহা যাহা চাই, সমস্তই আছে,—কেবল একটির অভাবে সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া গেল,—সেটি ভগবদ্ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। ফরাসীস্ বিদ্রোহীদিগেরও ঐ দশা হইয়াছিল। ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল-সিঞ্চন করিলে তাহা হইতে কিই-বা অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? হৃদয় যদি গেল তবে শুধু শক্তিতে কি হইতে পারে? এক্ষণকার নব্য সমাজ হৃদয়-শূন্য শক্তির এমনি ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, সামান্য সামান্য গার্হস্থ্য বিষয়েও তাঁহাদের মনের রুচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোন একটি সুসভ্য নব্য উদ্যানে প্রবেশ কর, তবে হৃদয়-স্নিগ্ধকারী মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে মস্তিষ্ক-মন্থনকারী উদ্ভিদ্-তত্ত্বেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইবে। সেখানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিলে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের জন্য তোমার মন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে—বড় বড় লাটিন্ নামধারী গন্ধহীন রঙ্চোঙে ফুল তোমার চক্ষুশূল হইবে ও তাহাদের বড় বড় নাম তোমার কর্ণশূল হইবে। তখন তুমি ক্রোটন্ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিবে "হায়! ক্রোটন্ বৃক্ষ! তুমি পূর্ব্ব জন্মে কত না তপস্যা করিয়াছিলে! এই উদ্যানে, গ্রীষ্মকালে জুঁই বেল গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুলই প্রস্ফুটিত হইত—তাহারা উদ্যানের শ্রীসমুজ্জ্বল করিত ও দশ-দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শীতল

সুগন্ধ উপঢৌকন দিত,—তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! বর্ষাকালে কদম্ব কেতকী সেফালিকা নব-বারিধারায় প্রাণ পাইয়া উঠিয়া সৌরভের মাধুর্য্যে দিক্ আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! শরৎকালে প্রস্ফুটিত কামিনী ফুলে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক ভরিয়া উঠিত, ও তাহার মধুর সুগন্ধ জ্যোৎস্না-ধৌত প্রাসাদ-বাতায়ন ছাড়াইয়া উঠিয়া ছাদ পর্য্যন্ত মাতাইয়া তুলিত, তাহাকে তুমি তাড়াইয়াছ,—ধন্য তোমার ইংরাজি পরাক্রম! বিদেশী বৃক্ষ দ্বারা উদ্যানের বৈচিত্র সাধন কর—তাহার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলিব না,—কিন্তু পোনেরো আনা গন্ধহীন বিদেশী ফুল-গাছের একধারে পড়িয়া এক আনা সুগন্ধী দেশী ফুল যে, এই বলিয়া দুঃখের গীত সুরু করিবে যে, "এর মো'লে ক্রোটন্ হ'ব" ইহা আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না। আমাদের মন্তব্য কথাটি এই যে, উদ্যানে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ রীতিমত সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে যথাস্থানে যথাপরিমাণে ইংরাজি পুষ্প-বৃক্ষ সাজাও, কিম্বা আম্র কাঁটাল বট অশ্বত্থ তাল নারিকেল প্রভৃতি ফল-পুষ্প-ছায়া-প্রদ বৃক্ষ-সকল যথারীতি সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে যাহা আজিও হয় নাই) ওক্ অলিব্ সাইপ্রেস্ প্রভৃতি নানা-দেশীয় নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-পূর্ব্বক, যথাস্থানে যথা পরিমাণে বসাও—তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে; কিন্তু যদি ওকের খাতিরে বট-অশ্বত্থকে দূর করিয়া দেও, অথবা ষ্ট্রবেরি, পিয়ার, এবং আপেলের খাতিরে আম্র কাঁটাল আতা প্রভৃতিকে দূর করিয়া দেও, তবে তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে, একূল—ওকূল—দুকূল নষ্ট হইবে!

পুরাতনের ভিত্তি ভূমির উপর কিরূপে নূতনের মূল-পত্তন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের দেশেরই স্বর্গীয় মহাত্মারা—রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকেরা—আমাদিগকে তাহার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সংস্কারক ছিলেন, পরম-হিতৈষী ছিলেন, উচ্ছেদক ছিলেন না। তাঁহারা স্বজাতির হীনতা-সূচক কুসংস্কার গুলিই কেবল মানিতেন না, তদ্ভিন্ন, কেমন করিয়া স্বজাতির জাতি-গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন। উঁহাদের একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে যখন ইংরাজেরা বড় বড় টাইটেল্ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যে-টাইটেল্ আমার আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল্ তোমরা আমাকে দিতে পারিবে না! এই যে উপবীত দেখিতেছ—ইহার সমক্ষে রাজারা পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করে!" ব্রহ্মণ্য ফলাইবার জন্য তিনি যে, ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার ও-কথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের দেশের পিতৃ-পুরুষদের নিকট-হইতে যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের নিকট পূজ্য,—তোমরা আমাদের কে যে, তোমাদের নিকট হইতে উপাধি পাইয়া আমরা আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করিব?

এক্ষণে আমাদের দেশে ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য-রক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে; কিন্তু কিরূপে সাম্য-রক্ষা করিতে হয়—আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই তাহা জানেন। সাম্য দুইরূপ, (১) ভাব-সাদৃশ্য, (২) আকার-সাদৃশ্য; আকার-সাদৃশ্য এক তো অসম্ভব, তায় আবার, তাহাতে কাহারো কোন পুরুষার্থ নাই; অথচ আমাদের দেশের সাম্য-ভক্তেরা প্রায়ই বাহ্য আকার-সাদৃশ্যের

প্রেমে মজিয়া আর্য্যজাতি-সুলভ আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্যটি হেলায় হারাইয়া ফেলেন! ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বাহ্য আকার-সাদৃশ্য দুইরূপে ঘটিতে পারে,—(১) ইংরাজেরা ধুতিচাদর পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙ্গালিরা হ্যাট কোট পারিলে তাহা ঘটিতে পারে; এরূপ যখন,—তখন, উভয়-জাতির মধ্যে কোন-এক জাতি যদি পর-পরিচ্ছদের কাঙ্গালী হয়, তবে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় যে, এক জাতি পরের সাজ সাজিতে লজ্জিত—আর এক জাতি তাহাতে কৃত-কৃতার্থ! এইরূপ হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাঁহারা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিতে যা'ন, তাঁহারা ফলে ঠিক্ তাহার উল্টা করিয়া বসেন,—বাহ্য আকার-সাদৃশ্য ঘটাইতে গিয়া আন্তরিক ভাব-বৈসাদৃশ্য জাজ্বল্যরূপে সমর্থন করেন। আমরা যদি ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধির সাম্য, জাতি-গৌরবের সাম্য, বল-পৌরুষের সাম্য, উদ্যম-উৎসাহের সাম্য, সংঘটন করিতে পারি, তবেই আমরা একটা কাজের-মত কাজ করি; —তুচ্ছ আকার-সাম্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। সহস্র সাবান মাখিলেও বাঙ্গালির গায়ের রঙ ইংরাজের মত উৎকট ধবল বর্ণ হইতে পারে না, ও সহস্র কোট পরিলেও বাঙ্গালির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি বিকট উগ্র হইয়া উঠিতে পারে না! তাহা হইয়া কাজও নাই! অতএব বলি যে, "হে সাম্য-প্রিয় দেশ-হিতৈষী যুবা! বাহ্য আকার-সাম্য মন হইতে একেবারেই উঠাইয়া দেও,—আর্য্য জাতীয় ভাব-সাম্যের পথ অবলম্বন কর যে, অন্তঃকরণের মহত্ত্ব লাভে পুরুষার্থ লাভ করিবে!" এক জন বাঙ্গালি ভদ্র লোক যদি নিখুঁত ষোলো আনা ইংরাজি সাজেন, তথাপি দাঁড়াইবে যে, ইংরাজেরা আসল ইংরাজ—তিনি নকল ইংরাজ। আপন মনে তিনি ষোল আনা ইংরাজ হইতে পারেন, কিন্তু ইংরাজের নিকট তিনি অধম বাঙ্গালি—প্রসাদের কাঙ্গালি—পরিচ্ছদের কাঙ্গালি—অনুগ্রহের কাঙ্গালি—এ ছাড়া আর কিছুই নহে! ইংরাজেরা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্ততঃ চারি আনা ইংরাজ মনে করে, তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা,—কিন্তু তাহা হইবার নহে! ইংরাজ সাজিয়া ইংরাজের দলে মিসিতে গেলে—অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদেরই নিকট এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে হইবে যে, "নিদেন—তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর!" আমরা বলি যে, এরূপ যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ উপার্জ্জন করিতে যাওয়ার অর্থই বা কি—প্রয়োজনই বা কি? বাঙ্গালির উচিত যে, যাহাতে স্বদেশীয় হৃদয়ের সহিত অল্পে অল্পে বিদেশীয় শক্তি-সামর্থ্য সংযুক্ত হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় সভ্য-তার উপরে অন্ততঃ বারো আনা ভর দিয়া দাঁড়া'ন; ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশীয় শক্তি-পুঞ্জ (অর্থাৎ বাহ্য আকার-পরিচ্ছদ নহে কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-পৌরুষ, কার্য্য-নৈপুণ্য কর্ম্মিষ্ঠতা, ইত্যাদি মনুষ্যোচিত গুণ) অল্পে অল্পে আত্মসাৎ করিতে থাকেন,—তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরবও বজায় থাকিবে, তদ্ভিন্ন আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রী নূতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমরা বলি—সোণায় সোহাগা।

## সতীত্বই নারীর প্রধান ভূষণ।

ধন্যা সা জননী লোকে, ধন্যোসৌ জনকঃ পুনঃ।
ধন্যঃ স চ পতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা॥

স্কন্দপুরাণ।

পবিত্র উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেই পুরুষ স্বামীত্ব ও নারী পত্নীত্ব লাভ করেন

এবং এই গুরুতর পবিত্রতর সম্বন্ধ-জনিত নরনারী পরস্পর পরস্পরের সুখ-সম্পদ জ্ঞান-ধর্ম্মোন্নতির ভার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বামী যেমন বয়ঃজ্যেষ্ঠতা ও বল-শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানাধিক্য বশত দুর্গম সংসার-পথে সামান্যত পত্নীর স্বাভাবিক নেতা ও উপদেষ্টা হইয়া তাঁহাকে কল্যাণ-পথ প্রদর্শন করেন, সুশিক্ষিতা সাধ্বী সতী রমণীও সেইরূপ আপনার সৎস্বভাব ও সদ্দৃষ্টান্ত এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্মবল-প্রভাবে অনেক সময়ে সংসার-সঙ্কটে পতিকে নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করেন। স্বামী অশিক্ষিত অধার্ম্মিক অসচ্চরিত্র হইলে যেমন তাঁহার পত্নীরও প্রভূত অমঙ্গল ও অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, তেমনি পত্নী অসতী অসচ্চরিত্রা এবং গৃহ-কার্য্যে অপটু হইলে পবিত্র সংসার-আশ্রম একেকালে অসুখ অশান্তির আলয়, পাপ তাপ অপবিত্রতার আকর হইয়া গৃহ-পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি জ্ঞান-ধর্ম্ম অধিক কি বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিয়া থাকে। অতএব পতিব্রতা ভার্য্যাই সংসার-আশ্রমের পত্তন-ভূমি, পতি-প্রাণা ভার্য্যাই গৃহের গৃহলক্ষ্মী। ভার্য্যাই গৃহস্থের মূল, ভার্য্যাই গার্হস্থ্য সুখের কারণ, ভার্য্যাই ধর্ম্ম ফল প্রাপ্তির নিদান, ভার্য্যাই বংশবৃদ্ধির হেতু।

ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য ভার্য্যা মূলং সুখস্য চ।
ভার্য্যা ধর্ম্মফলব্যাপ্তৌ ভার্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে॥

স্কন্দপুরাণ।

সেই পত্তন-ভূমি দূষিত ও কলঙ্কিত হইলে, সেই গৃহলক্ষ্মী অলক্ষ্মী হইয়া উঠিলে, সংসার-আশ্রমের সকল সুখ তিরোহিত হইয়া যায়। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র উদ্বাহ-সম্বন্ধের ব্যভিচার ঘটিলে, তাহার প্রত্যক্ষ দণ্ড-স্বরূপ পতি-পত্নী উভয়েরই ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার শান্তি-মঙ্গল সুখ-সদ্গতির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অসৎ কার্য্য ও অসৎ দৃষ্টান্তের প্রভাবে সমস্ত পরিবারই পাপ-দূষিত হইয়া পড়ে। পতির চরিত্র দূষিত হইলে যেমন পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দতা বিদূরিত হয়, তেমনি পত্নী অসৎচরিত্রা বা অসতী হইলে পিতৃ-কুল মাতৃ-কুল এবং ভর্ত্তৃ-কুল সমুদায়ই কলঙ্কিত হইয়া যায়, এবং স্ত্রী পতিব্রতা হইলে এই ত্রিকুলই উজ্জ্বল হইয়া তদীয় পুণ্যবলে পরম পবিত্র স্বর্গীয় সুখ সন্তোষে কালাতিপাত করে।

পিতৃ-বংশ্যা মাতৃ-বংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে॥

স্কন্দপুরাণ।

অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে নারীগণের চরিত্র রক্ষা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। নারীগণ অপরাপর সহস্রগুণে বিভূষিতা হইলেও সতীত্বরূপ পরম রত্নের অভাবে আর আর সকল গুণই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। তাঁহারদিগের অঙ্গসৌষ্ঠব শ্রী-লাবণ্য যতই কেন অনুপম হউক না, তাহার মধ্য হইতে সতীত্বের অমৃতময় জ্যোতি বিকীর্ণ না হইলে নির্গন্ধ পুষ্পের ন্যায় তাঁহারা দেব মনুষ্য কাহারও আদরণীয়া বা পূজনীয়া হয়েন না। একারণ নারীগণ চিন্তা বাক্যে এবং কার্য্যে সর্ব্বদাই সাধ্বী থাকিবেন। ভ্রমেও কখন পাপ-চিন্তা পাপালাপ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বতঃপ্রবৃত্ত বা অন্যের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কদাচ অসদ্ভাব-উদ্দীপক কার্য্যাদি দর্শন শ্রবণ বা পঠনে অনুরক্ত হইবেন না। যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মভাব জাগ্রত, ধর্ম্ম-কার্য্যে মতি এবং পতি-ভক্তি উদ্দীপ্ত হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। ছায়া যেমন দেহের, চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রমার, সৌদামিনী যেমন জলদের সহগমন করে, সাধ্বী সতী তেমনি সৎপতির উপদেশ অনুবর্ত্তিনী ও অনুগামিনী হইবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পতি বিপথগামী অথবা অসৎচিন্তায়

অসদালাপে বা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বিনয়নম্র বচনে পত্নী ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল এবং পবিত্র-উদ্বাহ-বন্ধন-জনিত কর্ত্তব্যতা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সৎপথে সাধুপথে আনয়ন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। ধর্ম্মের এমনই প্রভাব, সত্যের এমনই মহিমা, সাধু সঙ্গের এমনই স্বর্গীয় পরাক্রম যে, সাধ্বী সতী রমণীর সহবাসে থাকিলে কালক্রমে স্বামীকে অসৎপথ হইতে সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হয়। সাধ্বী সতী পতিপ্রাণা নারীর গুণে কত শত অসৎপতি সৎস্বভাব লাভ করিয়াছেন, কত শত বিষয়বিপন্ন স্বামী পত্নীর সদুপদেশে সম্পদ-সৌভাগ্য-সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, জনসমাজের মধ্যে এমন সহস্র সহস্র জীবিত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্যালগ্রাহীরা যেমন বলপূর্ব্বক গহ্বর বিবরাদি হইতে সর্প ধারণ করিয়া মনুষ্যের জীবন রক্ষা করে, সাধ্বী সতী রমণীগণ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-বলপ্রভাবে তেমনি অসৎপথগামী পতিকে উৎকট পাপরূপ যম-কিঙ্করের হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া সৎপথে ধর্ম্মপথে স্বর্গপথে আনয়ন করেন।

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
এবমুৎক্রম্য দূতেভ্যঃ পতিং স্বর্গং নয়েৎ সতী॥

স্কন্দপুরাণ।

কেবল গৃহে বাস করিলেই গৃহী হয় না, কেবল দারপরিগ্রহ করিলেই গৃহস্থ হয় না, পতিব্রতা পত্নী যাঁহার গৃহলক্ষ্মী, সেই মহাত্মাই যথার্থ গৃহস্থ।

গৃহস্থঃ সহি বিজ্ঞেয়ো যস্য গেহে পতিব্রতা।

স্কন্দপুরাণ।

পত্নী সাধ্বী সতী পতিপ্রাণা হইলে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় স্বামীর বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়, আয়ু আরোগ্য লাভ হয়, তাঁহার পবিত্র সহবাসে স্বামীর চরিত্র আরো বিশুদ্ধ হয়, জ্ঞান-প্রেম আরো উজ্জ্বল হয়, তাঁহার হৃদয় কোমল ও পবিত্র হইয়া থাকে। সেই সহধর্ম্মিণীর সহবাসে ধর্ম্মকার্য্যে রতি মতি বৃদ্ধি পায়, এবং ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনে ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে আরো অনুরাগ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে! ভগবদ্ভক্ত দম্পতির সাধু উপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্তে সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন সকলেরই সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ক্রমশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং পরলোক ও ব্রহ্মলোকের প্রতি ক্রমে আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। পত্নী মনোবাক-কর্ম্ম-বিশুদ্ধা ও পতির আদেশ অনুবর্ত্তিনী ও সাধ্বী সতী ঈশ্বরপরায়ণা এবং পতি সাধু সচ্চরিত্র ব্রহ্মগত-প্রাণ হইলে ধর্ম্ম-সাধনের অব্যর্থ পুরস্কার স্বরূপ সে বংশে ঈশ্বরপরায়ণ সুসন্তানই জন্ম-গ্রহণ করে, সে কুলে কদাচ অব্রহ্মবিৎ অসৎপুত্র জন্ম-গ্রহণ করে না।

"নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি"।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

---

## ব্রাহ্মধর্ম্ম-নীতি।

### প্রথম অধ্যায়।

### রিপুসংযম।

### কাম।

অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল রিপু দিয়াছেন তাহাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য অতি শুভ, অতি মঙ্গলকর। রিপুগণের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে তাহাদিগের হইতে মঙ্গল ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কুত্রাপি কোন অমঙ্গল হয় না। রিপুগণের উপযুক্ত ব্যবহার কাহাকে বলে সে জ্ঞানও ঈশ্বর আমাদিগের আত্মায় নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই জ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে রিপুগণের

বশীভূত না হইয়া, তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, তাহাদিগকে বশীভূত ও পরিচালনা করিতে পারিলেই তাহাদিগের উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়। রিপুনিচয়ের প্রকৃত সংযমই রিপুগণের উপযুক্ত ব্যবহার। প্রকৃতরূপে রিপুসংযম করিতে পারিলে আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হয়।

মনুষ্যজাতির বৃদ্ধির জন্য, মানব-সৃষ্টি-রক্ষা জন্য ঈশ্বর মানুষকে কাম-রিপু দিয়াছেন। সন্তানোৎপাদন উদ্দেশে এই রিপু প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব কেবল সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই মানুষ ইহা চরিতার্থ করিবে, ঈশ্বরের ইহাই ইচ্ছা ও আদেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কিন্তু মানুষ এই রিপুর সন্তানোৎপাদন উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, ইহা হইতে যে ইন্দ্রিয়-সুখ প্রাপ্ত হয় কেবল তাহাই উপভোগ করিবার জন্য যদৃচ্ছা ইহার চালনা করিয়া থাকে, অপরিমিত রূপে অবিহিতরূপে ইহার সেবা করিয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশানুসারে মানুষ কামরিপু নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করিতে যত্নবান হয় না বলিয়া তাহারা ইহার অপরিমিত সেবা করে এবং বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা উল্লঙ্ঘন করিয়া অগম্যাগমন-দোষে দোষী হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হয়। কামরিপুর এইরূপ অপরিমিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ সেবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও তাঁহার পবিত্র ইচ্ছার বিরুদ্ধ হওয়াতে, মানুষ উহা হইতে নানা দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। কামরিপুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে, অযথা সেবা করিলে, শরীর বলহীন ও রোগের আবাস-ভূমি হয়, মন বুদ্ধি মেধা ও প্রতিভা শূন্য হয় এবং আত্মা নিস্তেজ, অপবিত্র ও কলুষিত হইয়া যায়, আত্মায় ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, এবং তাহাতে ব্রহ্ম-প্রেমের উদয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। কামরিপুর অপরিমিত ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সেবক যে ব্যক্তি তাহার চিত্তে কোন পবিত্র বাসনা, কোন পবিত্র সংকল্প, কোন পবিত্র আশা স্থান লাভ করিতে পারে না; সে কোন সৎকার্য্যে কৃতকার্য্য হয় না, সে কোন প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে অসমর্থ হয়। সংক্ষেপতঃ, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত হইয়া সে ব্যক্তি পশুনামের বাচ্য হয়।

বর্ত্তমান কালের ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান—যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সম্মুখে আজকাল সকলেই মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত, আর যাহার প্রতি আমাদিগের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের অচলা শ্রদ্ধা, সে বিজ্ঞানও কামরিপুর অপরিমিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ সেবার বিষময় ফল, এবং হৃদয়-মন-আত্মার অবনতিকর প্রভাব মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছে। আমরা এ বিষয়ে কয়েকজন ইংরাজ শারীরতত্ত্ববিদের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।*

* Dr T. L. Nichols, in his work on Human Physiology, says;—"Chastity or continence is the conservation and the consecration of the forces of life to the highest use. Sensuality is the waste of life and the degradation of its forces to pleasure divorced from use. Chastity is life. Sensuality is death." The same authority elsewhere observes; "The suspension of the use of the generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spiritual life. Again; "It is a medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to form the eliments of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is re-absorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve, and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly strong, brave, heroic. If wasted, it leaves him effeminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated, and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a

কামরিপুর অপরিমিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ সেবা মানুষকে এইরূপে ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন করে বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ উপদেশ এই যে কামরিপুকে জয় করিবে, কুত্রাপি উহার বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম ও মুক্তি লাভের পথে কণ্টক রোপণ করিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন,

"কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খঃ, ১৫ অঃ ৭ শ্লো।

অর্থাৎ "কাম ও ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।" কাম-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া থাকিলে শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন, মন নিস্তেজ ও উৎসাহবিহীন, এবং আত্মা পাপ-প্রবণ হইয়া যায়, অতএব কোন উচ্চ বা পবিত্র সংকল্প সাধনে মনোযোগী হইলেও মানুষ তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ধর্ম্ম সাধনায় যত্নবান হইলেও তাহাতে সুসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম অর্জ্জনে চেষ্টিত হইলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে,

"কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন,

"দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২খঃ, ১০ অঃ, ৪ শ্লো।

"যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হন না।" যে ব্যক্তি কামেন্দ্রিয়ের সেবক তাহার হৃদয়ে কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার অপবিত্র চিন্তাই উদিত হয়, অতএব তাহার মনোরাজ্যে কখন পবিত্র আনন্দলহরী ক্রীড়া করে না, কখন স্বর্গীয় শান্তি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, সে শরীর মন ও আত্মার বল হারাইয়া সকল প্রকার ক্লেশে নিয়ত উৎপীড়িত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে,

"দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন ;—

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারোভবেদামরণান্তিকঃ।
এষধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড, ২য় অঃ, ৪ শ্লো।

"স্ত্রী পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।" যাহারা কাম-রিপুর বশ, যাহারা কাম-রিপুকে দমন করিতে পারে নাই, তাহার প্রভাব পরাজয় করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারাই ব্যভিচার-দোষে দোষী হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কেবল যে আপনাদিগের ঘোর দুর্গতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় তাহা

wretched nervous system, epilepsy, insanity, and death." Again;—"Men can live in perfect continence for years and all their lives in full bodily and mental vigour, all the more strong and vigorous for the disuse of the amative function." Speaking on the consequences of excessive amative indulgence, Dr Nichols makes the following remarks ;"—There is a great expenditure of nervous force in excessive amative indulgence. Nature calls for this expenditure only at maturity. and at rare intervals and for a specific purpose." "The brain is exhausted by amative irregularity and excess" "Hysteria, chorea, and epilepsy are generally connected with excitement and exhaustion of the generative system, with amative passion, and unnatural or excessive gratification." Dr O. S. Fowler observes ; "Frequent sexual indulgence in any of its forms will run down and run out any one of either sex." Dr Curtis says, "He who addicts himself to the destructive habit of excessive amative indulgence, loses at once both his physical and moral powers." Dr Falret remarks ; "Debility of intellect and especially of the memory, chracterize the mental alienation of the licentious." Dr Curtis remarks ;—"The great exhaustion of the nervous system, produced by excessive sexual indulgence, occasions considerable injury to the faculty of memory, and sometime its complete ruin. The other faculties of the mind are also impaired by sexual excess. Our lunatic asylums afford many instances of insanity being produced by this practice."

নহে সমগ্র লোকসমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। কাম-রিপুর বশীভূততা হইতে ব্যভিচার দোষের উৎপত্তি, আর সেই ব্যভিচার দোষ ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত দুর্গতির প্রস্রবণ, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন,

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারোভবেদামরণান্তিকঃ
এষধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥

এবং আবার বলিয়াছেন,

"বিরক্তঃ পরদারেষু তেন লোকত্রয়ং জিতম্"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খঃ, ৬ অঃ ৪ শ্লো।

"যিনি পরস্ত্রীতে বিরত তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।"

ব্রাহ্ম জিতেন্দ্রিয় হইবেন, কাম রিপুর শরীর-মন-আত্মার অবনতি-কর, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অযথা সেবা হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে বিরত থাকিবেন, এবং ক্রমে ক্রমে কাম রিপুর আধিপত্য হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে থাকিবেন, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম তিনি এই উপদেশ সম্পূর্ণ রূপে পালন করেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম কাম রিপুকে আপনার উপর আধিপত্য করিতে দেন না। তিনি কুত্রাপি এই প্রবৃত্তির দাস হইয়া উহার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অযথা ব্যবহার করেন না। কামেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া তিনি ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শরীর মন ও আত্মার স্বাস্থ্য, বল ও পবিত্রতা সঞ্চয় করেন। যতই তাঁহার বয়স বৃদ্ধি হইতে থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই পৃথিবীর সহিত তাঁহার বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, যতই ইন্দ্রিয়ের তেজ স্বভাবতঃ হ্রাস হইয়া আসে, যতই তিনি আধ্যাত্মিকতায় গভীরতর উন্নতি লাভ করিতে থাকেন, যতই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমে তাঁহার আত্মা জ্যোতিষ্মান ও মহান হইতে থাকে, এবং যতই তাঁহার আত্মা শরীররূপ পিঞ্জর হইতে পরলোকাভিমুখে প্রস্থানোন্মুখ হয়, ততই তিনি এই শরীর-মূলক কাম রিপুর প্রভাব হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে থাকেন। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া কামেন্দ্রিয়কে জয় করিতে না পারেন, উহার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অপরিমিত সেবা হইতে বিরত না হয়েন, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত অধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে উহার বিনাশ সাধন করিয়া উহার প্রভাব হইতে আপনাকে এককালে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন, তিনি কখন প্রকৃতরূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

---

## সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

ইহা হউক, উহা করিব, উহা ও তাহা পাইব, ইত্যাদি বহু আকারের মানস-ক্রিয়া বা মনোবিকারের নাম বাঞ্ছা ও সংকল্প। বুদ্ধির যে অংশে এই সকল বিকার বা বিক্রিয়া উৎপন্ন হয় সেই অংশকে আমরা মন বলি, সুতরাং ইচ্ছা ও ইচ্ছাঘটিত সংকল্প বিকল্পাদি বিক্রিয়া সকল মনেরই ক্রিয়া অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

মস্তিষ্কাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিতত্ত্বের মনঃপ্রদেশে যে ইচ্ছা, বাঞ্ছা, সংকল্প, বিকল্প, ইত্যাদি বহু প্রকার ক্রিয়া জন্মে, বিকার উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া বা সেই বিকার বিশেষ কর্ত্তব্যতা নামক অন্য এক প্রকার বিকারের জননী। তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, ত্বগিন্দ্রিয়ের ও রসনেন্দ্রিয়ের বসতি স্থানেই উৎপন্ন হয়, সর্ব্বত্র হয় না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবস্থিতিস্থানে রূপদর্শন ক্রিয়া, কর্ণেন্দ্রিয়ের স্থিতিস্থানে শব্দ শ্রবণ ক্রিয়া, এবং অন্যান্য জ্ঞানক্রিয়া জন্মে। সেই সকল জ্ঞানক্রিয়ার

নাম কর্ত্তব্যতা। কর্ত্তব্যতা সকল-বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও মূলবুদ্ধির বিকার, সুতরাং তাহাদিগকেও অভিবুদ্ধি বলা যাইতে পারে।

বুদ্ধিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও ক্রিয়া হয়। সে সকল ক্রিয়ার পৃথক্ পরিভাষা নাই। ইন্দ্রিয়ের নামেই তত্তাবতের উল্লেখ হইয়া থাকে। যথা—বচনক্রিয়া, গ্রহণক্রিয়া, ইত্যাদি। সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল ক্রিয়া নামেই অভিহিত হইল, পারিভাষিক নাম দেওয়া হইল না। ইহাদের মুখ বুদ্ধির দিকে, বুদ্ধি হইতেই ইহারা পারম্পর্য্যক্রমে উৎপন্ন হয়, তৎকারণেই ইহাদিগকে অভিবুদ্ধি নাম দিয়াছি। পাঁচ প্রকার অভিবুদ্ধির ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল, এক্ষণে পাঁচ কর্ম্মযোনির ব্যাখ্যা শুন।

পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥৮॥

কর্ম্মের, শুভাশুভ শক্তির, পাঁচ প্রকার মাত্র যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি নিদান, ইহা অবধারিত হইয়াছে।

ধৃতি, শ্রদ্ধা, সুখাদি, বিবিদিষা, ও অবিবিদিষা, এই পাঁচ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে জীবের কর্ম্ম সঞ্চয় হয়।

ধৃতি।—কর্ত্তব্যতা বিষয়ক ইচ্ছাকে, মনের সঙ্কল্পকে, বাক্যে ও কায়িক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাপিত করার নাম ধৃতি। (আমি ইহা করিব, এই রূপেই করিব, এইরূপ মানস ক্রিয়া উত্থাপিত করিয়া, ঐ প্রকার সংকল্প ধারণ করিয়া, বাক্যে ও কার্য্যে তাহার সমাপ্তি করণের নাম ধৃতি। যে ব্যক্তি তদ্রূপে কার্য্য করে, তৎপ্রতিষ্ঠ হয়, সেই ব্যক্তি ধৃতিমান্ বলিয়া গণ্য।

শ্রদ্ধা।—অসূয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, যাগ, হোম ও দানাদি করা এবং করান, শ্রদ্ধা ব্যতীত হয় না। এ কারণ ঐ সমস্ত কার্য্য আন্তরিক শ্রদ্ধাবৃত্তির লক্ষণ অর্থাৎ বহিশ্চিহ্ন।

সুখ।—সুখের উদ্দেশে, চিত্তনৈর্ম্মল্যের উদ্দেশে বা অন্তঃকরণের সাত্ত্বিক প্রকাশ উৎপাদনের নিমিত্ত বিদ্যা, কর্ম্ম ও তপস্যারত হইলে ও প্রায়শ্চিত্ততৎপর হইলে, পাপক্ষয়কারী ক্রিয়া অনুষ্ঠানে যত্নবান্ থাকিলে, সাঙ্খ্যশাস্ত্র তাহা সুখ-নামক কর্ম্মযোনি বলিয়া অভিহিত করেন। বস্তুতঃ ঐ সকল ক্রিয়াই প্রকৃত সুখ ও প্রকৃতসুখের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ।

বিবিদিষা।—জানিবার ইচ্ছার নাম বিবিদিষা। তন্মধ্যে প্রকৃতির একত্ব, প্রাকৃতিক পদার্থের নানাত্বও পৃথক্ত্ব, আত্মার বা পুরুষের চেতন ভাব, প্রকৃতির ও প্রাকৃতিক পদার্থের জড়ত্ব, কারণের সূক্ষ্মত্ব, কার্য্যের ব্যক্ততা ও ব্যক্তীভাবের পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্ব,—এই কয়েকটী জানিবার ইচ্ছাই বিবিদিষা এবং ঐ সমস্ত বিষয়ই বিবিদিষার বিষয়।

অবিবিদিষা।—বিবিদিষার অভাবের বা চরম ফলের নাম অবিবিদিষা। ইহা সুপ্ত প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির প্রবোধের তুল্য। এবম্বিধ পাঁচ প্রকার কর্ম্মযোনি আছে, ইহার দ্বারাই জীব মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।

পঞ্চ বায়বঃ ॥৯॥

এই স্থূল দেহের মধ্যে পাঁচ প্রকার বায়ু বা বায়বীয় ক্রিয়া বিশেষ আছে। কি কি? তাহা শুন।

শরীরধারীর শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান,—এই পাঁচ প্রকার বায়ু (ইন্দ্রিয়সমষ্টির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন ক্রিয়াবিশেষ) আছে।

প্রাণ।—মুখ নাসিকায় যাহার অধিষ্ঠান, যাহা প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাপারের কারণ, যাহার দ্বারা মরণ ও জীবন নির্ব্বাহ হয়, যাহা প্রক্রম অর্থাৎ যাহা দেহস্থ যান্ত্রিক কার্য্যের আরম্ভক, তাহারই নাম প্রাণ।

অপান।—পায়ুদেশে বা অধোদেশে যাহার অধিষ্ঠান, যে ক্রিয়ার দ্বারা শরীরস্থ মল মূত্রাদি নির্গত হইয়া যায়, যাহা সর্ব্বদাই

অধোগমনশীল (অধঃস্রোতস্বিনী ক্রিয়া,) তাহাই এ শাস্ত্রে অপান।

সমান।—যাহা বা যে বায়ু (০) নাভিস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করতঃ রস রক্তাদি জন্মায় ও যথাযথরূপে বিভাগ সাধন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাড়ীপথে লইয়া যায়, তাদৃশ বায়ুর নাম সমান।

উদান।—কণ্ঠদেশে যাহার অধিষ্ঠান, যাহার স্বভাব উদ্গমন, যাহার বলে শরীরের ঊর্দ্ধগামিনী ক্রিয়া অর্থাৎ উৎক্রান্তি ও বমনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম উদান।

ব্যান।—এই ব্যান নামক বায়ু শরীরস্থ সর্ব্বনাড়ীর অধিষ্ঠাতা। ইনি বিশ্লেষণ, বিভজন ও বীর্য্যবৎ কর্ম্ম করেন বলিয়া ব্যান।

পাঁচ বায়ু কি তাহা ব্যাখ্যাত হইল, বলা হইল, এক্ষণে পাঁচ কর্ম্মাত্মার স্বরূপ অবগত হও।

পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ ॥ ১০ ॥

কর্ম্মের আত্মা বা প্রয়োজক কর্ত্তা পাঁচ প্রকার। জীবনিষ্ঠ অদৃষ্ট শক্তির নাম কর্ম্ম, কার্য্যপ্রবৃত্তির উদ্রেক কারক বলের নামও কর্ম্ম, ইহার অন্য নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পুণ্য পাপ। এতাদৃশ কর্ম্মের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল বা আত্মা (প্রয়োজক) পাঁচ প্রকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীরে বৈকারিক, তৈজস, ভূতাদি, সানুমান ও নিরনুমান, এই পাঁচ প্রকার প্রাকৃতিক বিকার আছে। সেই গুলিকেই আবার এখন কর্ম্মাত্মা নামে অভিহিত করা গেল। তাহার কারণ এই যে, উক্ত বিকার পঞ্চকই কর্ম্মবিভাগের আত্মা, স্বরূপ বা উপাদান কারণ। তন্মধ্যে যাহা বৈকারিক তাহাই শুভকর্ম্মকর্ত্তা। যাহার অন্তঃকরণে বৈকারিক অংশ প্রবল বা অধিক সেই ব্যক্তিই শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তিমান্ হয় ও শুভকর্ম্ম করে। আর যাহা তৈজস, তাহাই অশুভ কর্ম্মকর্ত্তা। অর্থাৎ তৈজস বিকারের প্রাবল্যে বা আধিক্যে অশুভ কর্ম্ম সকল কৃত হয়। পূর্ব্বে যাহাকে ভূতাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি, সেই ভূতাদিই এস্থলে মূঢ় কর্ম্মের আত্মা বা মূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। (ভূতাদি নামক বিকারের আধিক্যে বা প্রাবল্যে লোক সকল মোহকর্ম্মকারী হয়, অজ্ঞতার কার্য্য করে)। পূর্ব্বে যাহাকে সানুমান বলিয়াছি, তাহা শুভ মূঢ় কর্ম্মের আত্মা বা প্রয়োজক। (কারণ জানে না, কেন করে তাহা জানে না, কোন প্রকার অভিসন্ধি নাই, অথচ শুভ কর্ম্ম করে, এরূপ ভাবে শুভকর্ম্ম করিলে শুভমূঢ় কর্ম্ম করা হয়)। পূর্ব্বে যাহাকে নিরনুমান বলিয়াছি, তাহাকেই আবার শুভ-অমূঢ়-কর্ম্মের কর্ত্তা বা আত্মা বলিলাম। (জ্ঞান পূর্ব্বক শুভকর্ম্ম কৃত হইলে, তাহাকে শুভ অমূঢ় কর্ম্ম বলা যায়)। সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপেই কর্ম্মাত্মপঞ্চকের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

পঞ্চ পর্ব্বাবিদ্যা ॥ ১১ ॥

অবিদ্যা বা অজ্ঞান পঞ্চপর্ব্বান্বিত। অবিদ্যার পাঁচটী মাত্র প্রধান পর্ব্ব (গাঁইট বা বিভাগ) আছে। তাহাদের নাম তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। প্রথম পঠিত তম ও মোহ নামক পর্ব্বের আট প্রকার অবান্তর প্রভেদ আছে। মহামোহের দশ প্রকার প্রত্যেক ক্ষুদ্র পর্ব্ব আছে। তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই দুইএরও অষ্টাদশ প্রকার বিভাগ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্ব (গাঁইট) আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ—

সাধারণতঃ তমঃ, অজ্ঞান, ভ্রম, দুর্ব্বুদ্ধি, এ সকল সমানার্থক শব্দ বলিয়া জান। বস্তুতঃ যাহা আত্মা নহে তৎপ্রতি আত্মজ্ঞানাভিমান করার নাম তমঃ। অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহম্ভাব, এবং সূক্ষ্মতম পঞ্চতন্মাত্রা, এই আট প্রকার প্রকৃতির কোনটীই আত্মা নহে, পরন্তু উক্ত আট প্রকারের কোন একটীকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইলে তাহা অবি-

দ্যার তমো নামক পর্ব্ব বলিয়া অভিহিত হইবে। আট প্রকৃতিতে পৃথক্ পৃথক্ আত্ম-জ্ঞানাভিমান হইয়া থাকে, এজন্য উহা আট প্রকার বলিয়া অভিহিত হইল।

দৃষ্টজ্ঞান অর্থাৎ লৌকিক বুদ্ধি আর আনুশ্রবিক জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইযাছে দেখিয়াই যদি "আমি কৃতকৃত্য হইলাম, মুক্ত হইলাম" এতদ্রূপ অভিমান হয়, তাহা হইলে,তাহার তাদৃশ অজ্ঞতাকে আমরা মহামোহ নাম দিই। ইহা আট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও দ্রশ প্রকার বিষয় ঘটিত হইয়া উৎপন্ন হয় বলিয়াই দশ প্রকার বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল।

প্রকৃতির আট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার শব্দাদি বিষয় না পাইলে কিংবা তদ্ভাবৎ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে যে দুঃখ হয়, সেই অযুক্ততম দুঃখের নাম তামিশ্র এবং যাহা মূল মিথ্যা জ্ঞান, যাহার অন্য নাম অভিনিবেশ (মরণত্রাস, দেহের প্রতি আত্মাভিমানের অনুবৃত্তি, আমি যেন না মরি, এতদ্রূপ কামনা বা প্রার্থনা বিশেষ) তাহাই এস্থলে অন্ধতামিশ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। দেবতারাও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি দশ বিষয়ের ভোগ করেন, ভোগের অলাভে তাঁহারাও ভোগ প্রতিবন্ধকের প্রতি বিদ্বেষ করেন ও দুঃখী হন। অবিদ্যার পাঁচ পর্ব্ব এবং অবান্তর প্রভেদ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

অষ্টাবিংশতি বধা অশক্তিঃ ॥ ১২ ॥

অষ্টাবিংশতি (আটাইশ) প্রকার বধ অর্থাৎ বিঘাত হইতে অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি (অক্ষমতা বা জ্ঞানহানি) হইয়া থাকে।

আটাইশ প্রকার বধ ও আটাইশ প্রকার অশক্তি কি কি? তাহা বলা যাইতেছে। একাদশ ইন্দ্রিয়-বধ ও সপ্তদশ বুদ্ধি-বধ, এই আটাইশ প্রকার বধ বা করণবিঘাত হইয়া থাকে। তদ্ধেতুক আটাইশ প্রকার অশক্তি (অক্ষমতা বা জ্ঞানহানি) ঘটনা হয়। ইন্দ্রিয় বধ কি তাহা বলা যাইতেছে।

১ শ্রোত্রবধ। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বধ বা বিঘাত; তজ্জনিত বাধির্য্য নামক অশক্তি অর্থাৎ শব্দজ্ঞানক্ষমতার অভাব। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সর্ব্বাঙ্গীন অভাব হইলে জীব আদৌ শুনিতে পায় না, অংশ বিশেষের ব্যাঘাত হইলে কিছু কিছু শুনিতে পায়, অসম্পূর্ণতা থাকিলে শব্দ বিষয়ে সম্পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতাবশতঃই লোকে তালকাণা ও সুরকাণা হয়, সুতরাং তদ্বিধ ব্যক্তিগণের শ্রোত্রবধজনিত অশক্তি অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণ ক্ষমতা থাকে না ইহা অবধারণ করিতে হইবে। যোগসাধন না করিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা হয় না, ইহাও সত্য জানিবে। এই কারণেই যোগীরা শব্দ-তত্ত্ব বিষয়ে অভ্রান্ত, অন্যে ভ্রান্ত।

২ জিহ্বাবধ। জিহ্বাবধ থাকিলে জড়ত্ব নামক (রস জ্ঞান রহিত) অশক্তি থাকে, ইহা স্থির করিতে হইবে। বধ অনেক প্রকার। বিনাশের নামও বধ, অসম্পূর্ণতার নামও বধ এবং অংশ হানির নামও বধ। বিনাশ হইলে রসজ্ঞতা আদৌ থাকে না, অংশ বিশেষের হানি থাকিলে কিছু না কিছু থাকে, অসম্পূর্ণতা থাকিলে মাত্র ব্যবহারোপযোগী স্থূল রস বুঝিবার শক্তি থাকে, সূক্ষ্ম রস বিজ্ঞান বিষয়ে ক্ষমতা থাকে না। যোগী ব্যতীত, যোগ সাধনার দ্বারা জিহ্বেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত, অভ্রান্ত-রসবিজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

৩ ত্বক্‌বধ। ত্বক্‌বধ থাকিলে কুণ্ঠিতা নামক অশক্তি (অসাড়—সাড় না থাকা) থাকে। ত্বগিন্দ্রিয়ের সর্ব্বাঙ্গীন বিনাশে স্পর্শজ্ঞান আদৌ থাকে না, প্রাদেশিক বিনাশে কিছু কিছু থাকে, অসম্পূর্ণতা নামক বধ বিশেষ

থাকিলে স্থূলস্পর্শক্ষমতা থাকে মাত্র; কিন্তু দিব্য ও সূক্ষ্ম স্পর্শ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

৪ চক্ষুর্বধ। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পূর্ণবধ থাকিলে অন্ধতা বা রূপগ্রহণবিষয়ে অশক্তি থাকে। আংশিক বধ বা অপূর্ণতা থাকিলে রূপ-গ্রহণ-শক্তির অনেক অংশে অভাব থাকে। যাহার চক্ষু নাই অথবা যাহার চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে সে কিছুই দেখিতে পায় না, পরন্তু যাহার চক্ষুর আংশিক বধ বা অসম্পূর্ণতা থাকে সে ব্যক্তি রূপের (রঙের) তারতম্য বিবেচনা করিতে পারে না। সেই জন্যই ইহ সংসারে অনেক রঙ্ কাণা লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই কারণেই অনেক মনুষ্য বর্ণবিজ্ঞান বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া থাকে। যোগ-সাধন-প্রভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, সম্পূর্ণতা লাভ করে, তখনই তাদৃশ যোগী দিব্যাদিব্য ও স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত রূপ গ্রহণ করিতে পারেন অন্য সময়ে ও অন্য ব্যক্তি পারেন না।

৫ নাসাবধ বা ঘ্রাণপাক। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বধ থাকাতেই অঘ্রাণতা অর্থাৎ ঘ্রাণশক্তির অভাব হইয়া থাকে। ইহারও সর্ব্বাঙ্গীন বধ ও আংশিক বধ এবং তদনুসারে ঘ্রাণ বিষয়ের অশক্তি আংশিকও সর্ব্বাঙ্গীন জানিবে।

৬ বাগ্বধ। বাগিন্দ্রিয়ের বা বাক্‌যন্ত্রের বধ হইলে বা থাকিলে, মূকতা নামক অশক্তি হয়। মূক অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণে অক্ষম, বাক্ শক্তির অভাব (বোবা), বাগ্‌যন্ত্রের অল্প বধ থাকিলে, অপূর্ণতা থাকিলে, বাক্‌শক্তি অল্প ও অপূর্ণ থাকে।

৭ হস্তবধ। হস্তেন্দ্রিয়ের বধ হইলে কুণিত্ব অর্থাৎ আদান, প্রদান, আকর্ষণ, বিকর্ষণ ইত্যাদিবিধ হস্তক্রিয়ায় অসমর্থ হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার পক্ষাঘাত।

৮ পদবধ। পাদ নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিঘাতে পঙ্গুতা নামক অশক্তি জন্মে। বিহরণ বা পাদবিক্ষেপাদি কার্য্যে অসমর্থতা আর পঙ্গুত্ব তুল্য কথা।

৯ পায়ুবধ। পায়ু-ইন্দ্রিয়ের বধ হইতে উদাবর্ত্ত (ইহা এক প্রকার রোগ) অর্থাৎ মলত্যাগকারিণী শক্তি তিরোহিত হয়।

১০ উপস্থবধ। উপস্থেন্দ্রিয়ের বধ হইতে ক্লৈব্য নামক অশক্তি জন্মে।

(ধ্বজভঙ্গ রোগ আর উপস্থবধ তুল্য কথা।)

১১ মনোবধ। মন-নামক ইন্দ্রিয়ের বধ হইতে উন্মাদ নামক অশক্তি জন্মিয়া থাকে। অনবস্থিতচিত্ততা, বস্তুবিষয়ক অযথা জ্ঞান, সংকল্পবিকল্প করিবার সামর্থ্য না থাকা, প্রণিধান শক্তির অভাব হওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রকার মনোবধ-জনিত অশক্তি থাকা দৃষ্ট হয়।

একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়-বধ ও তদ্ঘটিত অশক্তি সকল বর্ণিত হইল; এক্ষণে সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিবধ ও তদ্ঘটিত অশক্তি কিরূপ তাহা জ্ঞাত হও।

তুষ্টি নামক ও সিদ্ধি নামক ১৭ প্রকার বুদ্ধি অবস্থা আছে। সেই সপ্তদশ বুদ্ধি অবস্থার বৈপরীত্য হইতে বুদ্ধিবধও সপ্তদশ প্রকার বলিয়া কথিত হয়। তুষ্টি অবস্থা ৯ প্রকার। কি কি? তাহা পরে বলিব। সেই বক্ষ্যমাণ ৯ প্রকার তুষ্টির বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ অতুষ্টি প্রভৃতি অবস্থা হইলে, তাহা হইতে ৯ প্রকার বুদ্ধিবধও ৯ প্রকার অশক্তি ঘটনা হইয়া থাকে।

## ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

---

ষোড়শ ব্যাখ্যান (গত বর্ষের পত্রিকার ৯৮ পৃষ্ঠার পর।)

শান্তি সুখ কোথা বল ছাড়িয়া ঈশ্বর ?
চিরশান্তি আনন্দের তিনিই আকর।
তিনি তব চির ধন, তিনি সুখ সম্পূরণ,
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আপন অন্তর॥

প্রচুর বিভব মান করহ অর্জ্জন।
চৌদিকে বিস্তার কর প্রভুত্ব আপন।
সংসারের বস্তু চয়, সকলি অসার হয়।
আত্মার গভীরে শান্তি দেয় কি কখন ?

শুন ব্রহ্ম রসে মগ্ন ঋষির বচন।
"হে বিষয়ি! কারে তুমি করিছ আপন।
এত ভাল বাস যারে, রাখিতে নারিবে তারে,
নিমেষে করিবে সে যে দূরে পলায়ন॥

মরণ-অধীন হয় প্রিয় যে তোমার।
বিচ্ছেদ তাহার সহ হবে অনিবার।
ধন জন সমুদয়, কিছু দিন তরে হয়,
তবে কেন মজ তাহে—করি আপনার॥"

এক্ষণে করহ যুক্তি তাঁহার সাধন।
যাঁর সনে চিরকাল করিবে যাপন।
নিরন্তর তাঁরে ভজ, তাঁর প্রেমরসে মজ,
প্রেম-ভরে কর তাঁরে হৃদয়ের ধন॥

জানি তাঁরে প্রেমদাতা সহায় জীবনে,
রাখ রাখ সদা তাঁরে হৃদয় আসনে।
তাঁহার বচন ধর, আত্মারে পবিত্র কর,
তাঁর কাজ কর তুমি একান্ত যতনে॥

কর সেই চির ধনে এখানে সঞ্চয়।
সে ধনের ক্ষয় কভু হইবার নয়।
ঐহিকের যত আছে, কি ছার তাহার কাছে,
সে ধনের ধনী যারা সবে এই কয়॥

সে ধন পাইলে আর সব দেওয়া যায়।
সকল অভাব দুঃখ সে ধন ঘুচায়।
যেন কিবা স্পর্শমণি, কিবা অমৃতের খণি
যাঁর গুণ ভক্তগণ প্রেমানন্দে গায়॥

সকল সুখের তিনি হন আস্বাদন।
সকল দুঃখের তিনি হন প্রশমন।
যে কাতরে চায় তাঁরে, দেন তারে আপনারে,
বলেন অন্তরে কত অমিয় বচন॥

ত্যজিয়া অসার ভবে তাঁরে কর সার।
অন্তের সম্বল তাঁরে কর আপনার।
তাঁরে প্রেম কর হেথা, চিরকাল যিনি সেথা
তুষিবেন প্রেম-সুধা দিয়া অনিবার॥

তিনি বিনা শান্তি সুখ আছয়ে কোথায় ?
তিনি বিনা পরিত্রাণ কে দিবে তোমায় ?
পরম সম্পদ ধন, তাঁরে হয়ে বিস্মরণ,
কেন হরিতেছ, আহা! জীবন বৃথায়॥

এস সবে তাঁর পদে করি নমস্কার।
তাঁহারে সকলে দিই প্রীতি উপহার।
তাঁহারে হৃদয়ে রাখি, তাঁরে ভক্তি ভরে ডাকি,
তাঁর কাছে ধর্ম্মবল যাচি বার বার॥

এস তাঁর প্রেম মুখ দেখি হেন ক'রে,
যেন তার ছবি হৃদে নিয়ত বিহরে।
করি তাঁর প্রীতি পান, করি সবে প্রীতি দান,
তাঁর প্রীতি রাখি দিই হৃদয় কন্দরে॥

তবে তাঁর উপাসনা হইবে সফল,
জীবনে যখন তাহা প্রকাশিবে ফল।
যবে তুমি কায় মনে, সাধিবে সে প্রেমধনে,
প্রলোভন দুঃখে তুমি হইবে অটল॥

বিনীত হইয়া কর ধর্ম্মের পালন।
আত্ম বল লভিবারে করহ যতন।

আপনা জিজ্ঞাসা করি, পাপ চিন্তা পরিহরি,
প্রতিদিন সাধু ভাব কর উপার্জ্জন ॥

প্রতি দিন ত্রিসন্ধ্যায় তাঁর কাছে যাও,
হৃদয়ের দ্বার তাঁর কাছে খুলে দাও।
পাপ তাপ বিনাশিতে, তাঁর প্রতি মতি দিতে,
একান্তে কাতর প্রাণে তাঁর কাছে চাও ॥

প্রাণদাতা যিনি হন জীবন জীবন।
তাঁহারে করহ তুমি জীবন অর্পণ ॥
নিজ অভিসন্ধি আর, না ভাবিহ একবার,
তাঁর ইচ্ছা কর শুধু জীবনে পালন ॥

ভয় ব্যাকুলতা সব ঘুচিবে তোমার।
কিছুর অভাব তব থাকিবে না আর।
যদি তুমি প্রাণ পণে, তাঁরে সদা রাখি মনে
তাঁর পদে দাও যাহা আছে আপনার ॥

বিদেশী স্বদেশে যায় আনন্দ হৃদয়ে।
সে রূপ হইবে তব মৃত্যুর সময়ে।
যাঁর দয়া প্রতিক্ষণে, ভুঞ্জিতেছ এ জীবনে,
লইয়া যাবেন তিনি অমৃত নিলয়ে ॥

হে নাথ! তোমার প্রেমে হইয়া মগন।
করিতে তোমারে পারি আত্ম-সমর্পণ ॥
হেন মতি দাও এই দীন অকিঞ্চনে।
লয়ে যাও আমাদের তব শ্রীচরণে ॥
ইতি ষোড়শ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

---

## ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জর হইতে উদ্ধৃত।

## THE NEGATIVE AND THE POSITIVE ASPECT OF LIFE.

RELIGION—a word in which we sum up the highest aspirations of life—is too often supposed to be nothing more than the duty of restraining our hankering after earthly happiness, and subduing our passions. Asceticism and self-denial thus come to be looked upon as the highest or the only virtues, the supreme end for which they are merely a preparation being forgotten. The conception that is thus formed of the glorious destiny of man is most poor. Life is assumed to be a purely negative something. We are to say 'No' to everything, to refuse admittance to the heart to everything, we are to welcome nothing, seek nothing. The duty of conquering desire, which has been called the 'initial moral law,' is almost imagined to be the end of existence. It is a certain narrowness of spirit—a want of power to rise to the height of human destiny—which causes men to confine their attention only to the negative aspect of life, and to lose sight of the final purpose to which sacrifice and renunciation lead the way. The heart is most insecure,—it is yet under the power of evil—which is not filled by fervent hopes and bright visions of the higher world for the sake of which we are required to renounce this world. The soul was not made to shut its doors for ever. Impurity is to be driven out that Purity may come in, selfish desire is to be destroyed that Love may reign supreme, the tumult of the world is to be kept at a distance in order that the voice of God may be heard. But our poor energies are often so sorely taxed by the sacrifices which God exacts from us, that we have not the strength to look up to the world of love and beauty to which the road lies through the sorrows and trials of this life. When clouds gather around us, we find it hard to think hopefully of the sun that shines above. Our hopes are faint; they live only as long as things wear a bright aspect, but disappear at the approach of darkness; and as intervals of lucid calm are rather rare in this world, as struggles and trials abound, our view of life is associated with the most melancholy thoughts. Our hearts do not stand at a sufficient height above this world to see the circle of eternal light surrounding the little dark spot of earthly life.

We stand on very unsafe ground as long as our conception of life and religion continues to be a negative one, as long as the foremost thoughts suggested by obedience to God are not of life and love, but of hardship and sacrifice. Can we say, we truly believe that the soul is destined to grow in love and beauty and to perceive more and more of the infinite beauty of God through eternity, until the light of such a faith subdues all earthly darkness

and keeps the fountain of hope and love playing in the heart even when our dearest ones abandon us? The soul cannot live on negations, it yearns for something positive to feed upon. We must realise the truth that life is something more than the moral discipline which consists in giving up cherished things. We were made to possess, and not to renounce; to have, and not to give up; to grow in love, and not to starve our affections to death. We renounce for a short season, in order that we may have for ever; our base and impure affections are to be conquered in order that we may learn to love God. We obtain by giving up. We obtain most when we give up most readily. We give up the transitory in order that we may obtain the eternal. He possesses himself most truly, who surrenders self unreservedly to the will of God. Self-denial is the assertion of one's highest right—the right to love God and to give up everything for his sake.

Renunciation is not religion. People often renounce from the worst of motives. A wicked passion may become so strong as to make a man sacrifice all his other interests and desires for the sake of it. Courage equal to that with which martyrs have submitted to their fate has been displayed in the worst causes. Renunciation is of value only when it proceeds from the love of God. A man may subdue his passions without being at all religious, without loving God or even believing in the existence of God. A heart which is free from impure desires but does not love God, is like a house in which things are in perfect order, but where no one lives. Self-conquest is precious only as the preparation for complete self-surrender to God. We must obtain perfect mastery over ourselves, in order that we may give ourselves wholly up to God. Where there is no growth in faith and love, there is no true spiritual life, though sacrifices may have been made for the sake of duty. It is a disastrous error to imagine that self-control is the highest virtue, that the destiny of man is fulfilled merely by the attainment of a negative purity. It is not our highest mission to despise this life, but to love the higher life. Life is not barrenness, life is not poverty, life is rich, precious, sweet,—it is the highest wealth. Life is something more than bereavements and partings. We are impoverished and made to suffer, in order that we may be enriched and blessed. Let us ever pray to God that he may teach us to love him more and more, that his beauty may completely possess our hearts. We must say 'No' to many an intruder, only in order that we may welcome God with the whole soul. Life is not a set of 'Noes,' it is the affirmation of affirmations: GOD IS AND HE IS OUR OWN.

## বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ টার সময়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ বার্ষিক উৎসব হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

---

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে আষাঢ় মাস হইতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ট্রষ্টী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলেন। যত দিন পুনঃপরিবর্ত্তিত না হয়, তত দিন ইহাঁরা স্বস্ব পদে স্থায়ী হইবেন। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)
„ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
„ রাজারাম মুখোপাধ্যায়
„ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ কালীকৃষ্ণ দত্ত
„ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
„ শ্রীনাথ মিত্র
„ দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন